মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৬০৩১/৬৭ তারিখ : ১১-০৬-২০২৪ খ্রি.

বিষয় : দুর্নীতি, হাজতবাস, পিবিআই কর্তৃক দায়েরকৃত দুটি দুর্নীতির মামলায় চার্জশিটভূক্ত আসামী হওয়া, অর্থ আত্মসাৎ, উর্ধতন সরকারি কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর জাল করা প্রভৃতি অভিযোগে কেন আপনাকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ দেয়া হবে না তার কারণ দর্শানো জবাব দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ০৮-০২-২০২৪ খ্রি. তারিখে ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪১.০৩১.১২-২৯ নং স্মারকপত্রের নির্দেশ, যশোরের বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন দুটি দুর্নীতি মামলা বিদ্যমান থাকা। চাঞ্চল্যকর জালিয়াতি ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গঠিত একাধিক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আইন অনুযায়ী কোনো চার্জশীটভুক্ত এবং হাজতবাসকারী আসামী মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত থাকে। আপনার বিরুদ্ধে যশোরের বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কর্তৃক দাখিলকৃত ১৫-০১-২০২০ খ্রি. তারিখে সিআর ১০৪/২০ এ ৯৩ নং এবং ২২-০৩-২০২০ খ্রি. তারিখে সিআর ৫৮৩/২০ এ ১১৯০ নং মামলার চার্জশিট বহাল আচে। এর একটি মামলায় আপনি সাত দিনের হাজতবাস করেছেন। তাছাড়াও আপনার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগ রয়েছে;

১। স্কুল কমিটি, শিক্ষক সিলেকশান কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর জাল করে দুই জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং ঐ দুই শিকষককের সরকারি বেতন (এমপিও) তৈরি করতে যেয়ে আঞ্চলিক উপপরিচালক, খুলনা এর হাতে ধরা পড়ে স্বহস্তে লেখা স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গীকারনামা প্রদান করেছিলেন।

২। আপনি বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে ৪,৯৪,০০০/- (চার লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

৩। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে আপনাকে এই বোর্ডের তদান্তিন চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশে সাময়িক বরখাস্ত রাখা হয়েছিলো। আপনি যোগদান করার উদ্দেশ্যে মহামান্য হাইকোর্টে দুইটি রিট মামলা দায়ের করেছিলেন। মহামান্য হাইকোর্ট শুনানি শেষে আপনাকে যোগদান করানোর আদেশ দেননি বরং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শিক্ষা বোর্ডকে আদেশ দিয়েছিলো। আপনাকে চাকুরি থেকে অব্যহতি দেওয়া যাবে কিনা সেই প্রশ্নে আইন অনুযায়ী যশোর শিক্ষা বোর্ডের আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটির (১৩ সদস্য বিশিষ্ট) সভায় বিস্তারিত শুনানির পর সকল সদস্যের ঐক্যমতে আপনাকে চাকুরি থেকে বরখাস্তের প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছিলেন। উক্ত সভায় সরকারি এম এম কলেজ, যশোর-এর অধ্যক্ষ, সরকারি বি এল কলেজ, খুলনা-এর সাবেক অধ্যক্ষ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খুলনা বিভাগীয় উপপরিচালক ও যশোরের বিজ্ঞ জিপি প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

৪। হাইকোর্টের রায়ের বেশ কিছুদিন পর জানা যায় যে, উক্ত রিট মামলায় আপনি দুদকের প্রধান কার্যালয়ের দুইটি চিঠি ব্যবহার করেছিলেন যেখানে আপনি দাবি করেছিলেন যে, দুদকের প্রধান কার্যালয়ের পত্রে উল্লেখ ছিলো যে, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য প্রমানিত হয়নি। হাইকোর্টে উক্ত রিটের সিদ্ধান্ত জানার পর রুদ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাবেক সচিব এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাবেক জাতীয় কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আতিয়ার রহমানের এক লিখিত পত্রের জবাবে দুদক তাকে ৩১-০১-২০২২ খ্রি. তারিখের ০০.০১.০০০০.৫০২.০৩.১৫৯.১৯.৪৬০৫ নং স্মারকের পত্রে জানিয়েছিলেন যে, দুদক থেকে কথিত পত্র দুইটি ইস্যু করা হয়নি। অর্থাৎ পত্র দুইটি ভুয়া। দুদকের উক্ত পত্রটি বোর্ডের নথিতে সংরক্ষিত আছে। উহা চাঞ্চল্যকর জালিয়াতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৫। কোনো আদালতের নির্দেশ ছাড়ায়, যে অ্যাডহক কমিটি আপনাকে চাকুরিতে পুনর্বহাল করেছিলো তাদের উক্ত কাজটি করার কোনো এখতিয়ার ছিলোনা অর্থাৎ আপনার পুনর্বহালটি হয়েছে সম্পূর্ণ বেআইনী।

৬। বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নির্দেশে পিবিআই কর্তৃক দায়েরকৃত দুটি মামলায় আপনি চার্জশিটভুক্ত আসামী হওয়ায়, আপনি হাজতবাস করায় ও বর্তমানে জামিনে থাকায় আইন অনুযায়ী মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার পক্ষে সাময়িক বরখাস্ত থাকায় একমাত্র পথ।

৭। এই পর্যন্ত তিনটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিকে দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি তদন্ত করানো হয়েছে। সকল কমিটির প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে।

৮। উক্ত অভিযোগসমূহ সরেজমিনে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে অত্র বোর্ডকে গত ০৮-০২-২০২৪ খ্রি. তারিখে ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪১.০৩১.১২-২৯ নং স্মারকপত্রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। বোর্ড থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে তদন্ত করানো হয়েছিলো। কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছিলো।

চলমান পাতা

৯। এক বছরের বেশি সময় ধরে বিদ্যালয়ে কোনো ধরণের কমিটি নেই ফলে, বিদ্যালয় প্রশাসনে মারাত্মক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

এমতাবস্থায়, ১৯৬১ সালের শিক্ষা বোর্ডের অর্ডিন্যান্সের বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়কে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন আপনাকে উক্ত দুইটি মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ দেয়া হবে না এই পত্রজারীর ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হলো। নির্ধারিত সময়ের ভিতর কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে অথবা আপনার দর্শানো কারণ আইনানুগ বলে বিবেচিত না হলে, পুনরায় কোনো যোগাযোগ ছাড়ায় বিদ্যালয় এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে
স্বাক্ষরিত
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
ফোন : ০২৪৭৭৭৬২৭০৫
তারিখ : ১১-০৬-২০২৪ খ্রি.

জনাব মৃণাল কান্তি সরকার (প্রধান শিক্ষক)
রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১১৫৯৯৫)
রুদ্রপুর, যশোর সদর, যশোর

স্মারক নং-বিঅ-৬/৬০৩১/৬৭(১-৫)
অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো।
১। জেলা প্রশাসক, যশোর।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার , যশোর।
৪। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
৫। সংরক্ষণ নথি।

১১/০৬/২০২৪
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর

১১/০৬/২৪